পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বাংলাদেশের সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বা গরান বনভূমি। আমাদের দেশের মোট আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং দেশের মোট বনভূমির ৪৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এই বন, যার বিস্তৃতি প্রায় ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার । প্রতিবেশী দেশ ভারতের অংশীদারিত্ব থাকলেও এ বনভূমির মুল অংশ রয়েছে বাংলাদেশেই, কেননা সুন্দরবনের মোট আয়তনের প্রায় দুই -তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে । সুন্দরবন কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার নয়, এটি আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণে সহায়ক ।

সুন্দরবন এখন কেবল আমাদের গৌরবের সম্পদই নয়, বিশ্বের এক অনন্য ঐতিহ্য। 'ইউনেস্কো' এ ম্যানগ্রোভ বনকে ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর 'বিশ্ব ঐতিহ্য' বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করে। এ বনে বলেশ্বর, রায়মঙ্গল, পশুরসহ ছোট বড় প্রায় সাড়ে চারশ নদ-নদী রয়েছে। তাছাড়া ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৩৭৫ প্রজাতীর প্রাণী, ২৫১ প্রজাতীর মাছসহ নানা সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, ঝিনুক কাঁকড়াসহ নানাবিধ অসংখ্য প্রজাতি এ বনাঞ্চলে রয়েছে।

আনন্দের সংবাদ এই যে, ২১ জুলাই ২০০৯ এ ঘোষিত 'নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন' কর্তৃক 'প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য' নির্ণয় তালিকায় অফিসিয়াল ফাইনালিষ্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে শীর্ষ ২৮টি স্থানের অন্যতম স্থানে রয়েছে এই সুন্দরবন । বিভিন্ন দেশ এ সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছে । বাংলাদেশের স্বাধারণ জনগণ ও সংস্থা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুন্দরবনকে ঈর্ষণীয় স্থানে উঠিয়ে এনেছে । তবে সুন্দরবনকে সপ্তাশ্চর্য 'র স্থায়ী তালিকায় অর্থাৎ প্রথম সাতটির মধ্যে ঠাই দিতে হলে এ প্রতিযোগিতায় নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে অধিক সংখ্যক ভোটের প্রয়োজন হবে ।

এ অবস্থার আলোকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুন্দরবনের পক্ষে প্রচারণা ও ভোট প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ ভোট আগামী ১০ নভেম্বর ২০১১ তারিখ মধ্যরাত পর্যন্ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ও টেলিফোনে দেয়া যেতে পারে ।

সংশ্লিষ্ট ইন্টারনেট ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর নিম্নরূপ ঃ
www.new7wonders.com ; www.vote7.com/n7w/nature ; +৪৪-২০-৩৩৪-৭০৯-০১
সুন্দরবন সম্পর্কে এবং প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য প্রতিযোগিতা সম্পর্কে জানতে নিম্নের ওয়েবসাইটগুলোও দেখা যেতে পারে। www.bforest.gov.bd ; www.sundarban.org

******